প্রথম আলো

তারিখ 10 APR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ফের সংঘর্ষ, ৩৮ জনকে বহিষ্কার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুই পক্ষে কয়েক দফা সংঘর্ষে সহকারী প্রক্টরসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের ৩৮ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করার কথা জানান ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে শ্রেণীকক্ষে বসাকে কেন্দ্র করে সভাপতি পক্ষের রব্বানী ও সাধারণ সম্পাদক পক্ষের পরিতোষের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। তাঁরা উভয়েই অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। একপর্যায়ে রব্বানী কলম দিয়ে পরিতোষকে আঘাত করেন। এ ঘটনা জানাজানি হলে ছাত্রলীগের উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীরা কলা অনুষদ চত্বরে জড়ো হন। সাড়ে ১০টার দিকে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। একসময় একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। শ্রেণীকক্ষে বসা নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত হলেও এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ফের সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারই ছিল দুই পক্ষের উদ্দেশ্য।

বেলা সাড়ে ১১টায় ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন এসে উত্তেজিত কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে মারমুখী অবস্থান নিলে ছাত্রলীগের উভয় পক্ষের কর্মীরা দুই ভাগ হয়ে ক্যাম্পাসের দুই পাশে অবস্থান নেন। পুলিশের লাঠিচার্জের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আইনুল ইসলাম সামান্য আহত হন।

সংঘর্ষ পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিকদের ছাত্রলীগের সভাপতি জানান, গতকালের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। একই সঙ্গে দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন একটি হোটেলে সঞ্জীবের নেতৃত্বে সভাপতি পক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী প্রতিপক্ষের সুমন নন্দীকে প্রচণ্ড মারধর করে গুরুতর আহত করেন।

এ ঘটনায় আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে থাকে। ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন কর্মী তখন দুটি বাস, একটি প্রাইভেট কার ও একটি সিএনজিচালিত বেবিট্যাক্সি ভাঙচুর করেন। এ সময় সদরঘাট এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে বেলা দেড়টায় বিজ্ঞান অনুষদে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপে বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হস্তক্ষেপে কর্মীরা শান্ত হন। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

আহত ২০ জনের মধ্যে রাশেদ, সুমন নন্দী ও সোহেল খানকে গুরুতর অবস্থায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন একটি হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনার পর বেলা তিনটায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদের, সহ-সম্পাদক সুমন, সদস্য আরিফ, ফারুক, আলমগীর, রিয়া, শামিম, সোহাগ, গাফফারসহ ৩৮ জনকে বহিষ্কার করেন। এ ছাড়া সহসম্পাদক জাকিরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিকেলে এক জরুরি সভায় গতকালের ঘটনা তদন্তে কলা অনুষদের ডিন লুৎফর রহমানকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রক্টর অশোক কুমার সাহা ও মো. কামাল উদ্দিন। ওই কমিটিকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে উপাচার্যের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন *প্রথম আলোকে* বলেন, বহিষ্কারাদেশের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। এরাই এত দিন নামে-বেনামে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মারামারিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করে আসছিল।

উপাচার্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।